Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন আক্তার

রোলঃ 23090121010

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

গীবত

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

শারমিন আক্তার

রোলঃ 23090121010

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, " গীবত " বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে শারমিন আক্তার, আইডিঃ 23090121010 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

____

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মাও: জিল্লুর রহমান

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

(স্বাক্ষর)

____

এক্সটারনালঃ

মুফতি: জোবায়ের হাসান

রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, “ গীবত ” শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মাও: জিল্লুর রহমান উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব প্রচেষ্টায় প্রস্তুত করা হয়েছে, যেখানে প্রয়োজন অনুসারে বিভিন্ন উৎস থেকে সংগৃহীত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে এবং সেগুলো যথাযথভাবে তথ্যসূত্রে উল্লেখ করা হয়েছে।

Sharmin Akter

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২০ নভেম্বর, ২০২৫ ইং

শারমিন আক্তার

আইডিঃ 23090121010

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

গীবতের ধারণা......5

গীবতের সংজ্ঞা......5

গীবতের কিছু উদাহরণ......6

গীবত সম্পর্কে ভুল ধারনা......6

গীবত ও অপবাদ (বুহতান) – পার্থক্য......8

কাজে কর্মে বা ইশারা ইঙ্গিতে গীবত......8

প্রশংসার আবরণেও গীবত হতে পারে......9

শ্রোতা ও গীবতকারীদের একজন......10

গীবত করার সাধারণ কারণসমূহ......11

গীবতের ক্ষতি......13

যেসকল ক্ষেত্রে গীবত জায়েজ......21

গীবতের কাফফারা......25

গীবতকারীকে ক্ষমা করে দেওয়ার হুকুম......26

গীবতের ধারণা

গীবত শব্দটি আরবি "غيب" থেকে এসেছে, যার অর্থ অনুপস্থিতি। অর্থাৎ কারো অনুপস্থিতিতে ঐ ব্যাক্তি সম্পর্কে এমন কথা বলা যা সে অপছন্দ করে, সেটাই গীবত। যদিও সে কথা সম্পূর্ণ সত্য হয়।

গীবতের সংজ্ঞা

কোন ব্যাক্তির অনুপস্থিতিতে ওই ব্যক্তি সম্পর্কে এমন কোন আলোচনা করার নামই গীবত যা শুনলে ওই ব্যক্তি কষ্ট পেতে পারে। এই আলোচনা হতে পারে লোকটির কোন কথা, কাজ, লেবাস, দৈহিক বা বংশগত ত্রুটি অথবা চারিত্রিক ত্রুটি । যদিও লোকটির সম্পর্কে বলা কথাগুলো সত্য হয়ে থাকে।

গীবতের কিছু উদাহরণ

সে তো দেখতে কালো।

সে নামাজ রোজা ঠিকমত করেনা।

সে সবসময় খাটো জামা পরে।

সে তার মা বাবাকে কষ্ট দিয়ে কথা বলেছে।

লোকটি ভালো মানুষ কিন্তু তার পরিধেয় পোশাক নোংরা থাকে।

তার বাবা তো গোলাম ছিল।

গীবত সম্পর্কে ভুল ধারনা

সমাজের কিছু মানুষ মনে করেন যে কারো সম্পর্কে সত্যা কথা বললে গীবত হয় না । অথবা কারো ধার্মিক দিক নিয়ে আলোচনা করলে গিবত হয় না। দুইটা ই ভুল ধারনা।

এই সম্পর্কিত হাদিস

আরবি متن:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَال:َ

قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:َ

»أَتَدْرُونَ مَا الْغِيبَة«؟ُ

قَالُوا: اللهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَم.ُ

قَالَ: «ذِكْرُكَ أَخَاكَ بِمَا يَكْرَه.«ُ

قِيلَ: أَفَرَأَيْتَ إِنْ كَانَ فِي أَخِي مَا أَقُول؟ُ

قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدِ اغْتَبْتَهُ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَا تَقُولُ فَقَدْ بَهَتَّه.«ُ

▧ বাংলা অর্থ:

হযরত আবূ হুরাইরা (রাঃ) হতে বর্ণিত—

রাসূলুল্লাহ ﷺ জিজ্ঞাসা করলেন—

“তোমরা জানো গীবত কী?”

সাহাবায়েকেরাম বললেন—

“আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলই ভালো জানেন।”

তখন তিনি ﷺ বললেন—

“তোমার ভাইয়ের এমন কথা বলা, যা সে শুনলে অপছন্দ করবে—এটাই গীবত।”

সাহাবাগণ জিজ্ঞাসা করলেন—

“হে আল্লাহর রাসূল! যদি সেই দোষ সত্যিই তার মধ্যে থাকে?”

তিনি ﷺ বললেন—

“যদি সত্যিই তার মধ্যে সেই দোষ থাকে, তবে তুমি গীবত করলে; আর যদি তার মধ্যে সেই দোষ না থাকে, তবে তুমি তার উপর অপবাদ (বুহতান) দিলে।”

রেফারেন্স:

সহীহ মুসলিম: হাদীস ২৫৮৯

সুনান আবু দাউদ: ৪৮৮৫

উক্ত হাদিস থেকে বুঝা যায় যে কোন ব্যাক্তি শুনলে কষ্ট পেতে পারে তার সম্পর্কে এমন যে কোন ধরনের কথাই গীবত। তা হোক সত্য বা হোক ধার্মিক কোন বিষয়ে। যেমন "সে নামাজ রোজা ঠিকমত করেনা" কারও অনুপস্থিতিতে এমন ধরনের কথাও বলা যাবেনা।

গীবত ও অপবাদ (বুহতান) – পার্থক্য

গীবত: কোন ব্যাক্তি সম্পর্কে কৃত আলোচনা সত্য হলে ।

অপবাদ: কোন ব্যাক্তি সম্পর্কে কৃত আলোচনা মিথ্যা হলে ।

উভয়ই মারাত্মক গোনাহ, তবে অপবাদ আরও গুরুতর।

কাজে কর্মে বা ইশারা ইঙ্গিতে গীবত

মুখে কারও দোষ না বলে ইশারায় ইঙ্গিতেও যদি কারো দোষ প্রকাশ করা হয় তবে তা হারাম ও নিষিদ্ধ। আচরণ বা ভাববঙ্গি নকল করার মাধ্যমেও গীবত হতে পারে । যেমন "কোন খোঁড়া ব্যক্তিকে অনুকরণ করে পা বাঁকা করে হাটিলে"

লিখার মাধ্যমে কারও দোষ প্রকাশ করলেও তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে ।কিন্তু নাম প্রকাশ না করে যদি বলা হয় "কতকলোক এরূপ করে" তাহলে তা গীবতের অন্তর্ভুক্ত হবে না ।

প্রশংসার আবরণেও গীবত হতে পারে

অনেক সময় সাধারণ মানুষের মত আলেমগনও গীবত করে ফেলেন। কখনো অন্য কোন আলেম সম্পর্কে বলতে গিয়ে কখনো কোন ঘটনা উদাহরণ দিয়ে বুঝাতে গিয়ে। কখনো কারও প্রসংশা করতে গিয়েও গীবত করে ফেলেন।যেমন " অমুক লোকটি খুবই ভালো। দিনরাত এবাদত করে। দান সদকা করে। কিন্তু সে শুদ্ধভাবে তিলাওয়াত করেনা। আল্লাহ তাকে সহীহভাবে শিখার তৌফিক দিক।" এখানে তার প্রশংসার সাথে সাথে দোষ ও বর্ণনা করা হয়েছে। উক্ত স্থানে ঐ ব্যাক্তি উপস্থিত থাকলে হয়ত তা শুনে কষ্ট পেতো।

এক্ষেত্রে নাম উল্লেখ না করে হয়ত বলা যেতো যে এমন কিছু লোক আছে যারা নামাজ রোজা ঠিকমত করে কিন্তু তাদের তিলাওয়াত শুদ্ধ নয়। আল্লাহ তাদের সহীহভাবে শেখার তৌফিক দিক।

শ্রোতা ও গীবতকারীদের একজন

গীবত করলে, গীবত শোনলে এবং গীবত শুনে নিরবতা অবলম্বন করলেও গীবতের গোনাহ হবে।

🕮 **হাদিস :**

عن **أنس بن مالك** رضي الله عنه قال:

«كُنْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَجَاءَ رَجُلٌ، فَقَالُوا: إِنَّهُ يَنَامُ عَنْ الصَّلَاةِ. فَقَالَ: أَكَلْتَ لُحُومَه.»

হযরত আনাস ইবনে মালিক (রাঃ) বর্ণনা করেন—

একবার হযরত **আবু বকর রাঃ** ও **উমর রাঃ** একত্র বসা ছিলেন। তারা কারো সম্পর্কে বললেন:

“অমুক ব্যক্তি বেশি ঘুমায় (নামাজে ঘাটতি করে)।”

পরে তারা নবী করীম ﷺ-এর নিকট খাদ্য চাইলেন।

এ সময় রাসূলুল্লাহ ﷺ বললেন—

“তোমরা তো তোমার ভাইয়ের মাংস খেয়ে ফেলেছ!”

এখানে লক্ষণীয় বিষয় হল যে নবী করীম সাঃ উভয়কেই গোশত খাওয়ার কথা বলেছেন। তারমানে গীবত করা এবং শোনা উভয়ই গোনাহগার।

গীবত করার সাধারণ কারণসমূহ

1 শত্রুতা, হিংসা এবং বিদ্বেষ

কোনো ব্যক্তির প্রতি ক্ষোভ, ঈর্ষা বা ঘৃণা থাকলে মানুষ তার দোষ অন্যদের কাছে প্রচার করে। সাধারণত মানুষ তার শত্রুর ভালো কিছু সহ্য করতে পারেনা। তার প্রশংসা শুনতে চায়না। তার ভালো দিকগুলো ঢাকার জন্য দোষগুলো প্রকাশ করে থাকে—এটি গীবতের সবচেয়ে বড় কারণ।

2 মজা করা বা কাউকে অপমান করা

কখনো হাসাহাসি করার জন্য, লজ্জিত করার জন্য বা ছোট করার জন্য মানুষের দোষ বলা হয়—এটিও গীবত। কখনো মজা করতে গিয়ে নিজের অজান্তেই বলে ফেলে, আবার কখনো ইচ্ছে করেই বলে অন্যকে অপনাি‍ত করার উদ্দেশ্যে।

3 নিজেকে বড় দেখানো (আত্মপ্রশংসা)

নিজেকে ভালো প্রমাণ করার জন্য অন্যের দোষ বলা হয়। যেমন—

“আমি তো এমন না, অমুক তো খুব খারাপ...।” "আমিত পর্দা না করলেও শালীনভাবে চলি, অমুক তো অশালীনভাবে চলাফেরা করে।"

4 সামাজিক আড্ডা বা পরিবেশের প্রভাব

আড্ডা জমানোর জন্য গীবত করা হয়।গল্পের মত করে অন্যের দোষ ত্রুটি আলোচনা করা হয়। অন্যকে ছোট করার মাধ্যমে নিজেরা মজা করে থাকে।

5 রাগের মাথায় অন্যের দোষ বলা

রাগ বা উত্তেজনার সময় মানুষ অন্যের ত্রুটি বলে ফেলে—এটিও গীবত। এসময় নিজের রাগ কন্ট্রোল করার চেষ্টা করা উচিত। অনেক মানুষ স্বাভাবিকভাবে গীবত থেকে দূরে থাকলেও কারও প্রতি রাগ হলে তার দোষ গুলো প্রকাশ করে ফেলে।

6 হালকাভাবে নেওয়া / গুরুত্ব না বোঝা

অনেকেই গীবতকে গুনাহ মনে করেন না। ফলে অভ্যাসে পরিণত হয়। সমাজের অনেকাংশ মানুষকে গীবতে বাধা দিতে গেলে বলে "গীবত না করে থাকা যায়না "। গীবতকে হালকাভাবে নেওয়ার কারণেই তা এমন অভ্যাসে পরিণত হয়েছে। এর ভয়াবহতা উপলব্ধি করতে পারলে অবশ্য তা সহজে ছাড়তে পারত।

7 ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির জন্য/আত্মরক্ষার জন্য

কখনো নিজের লাভ, স্বার্থ বা সুবিধার জন্য কারো বদনাম করা হয়। এটি বিশেষভাবে নাজায়েজ। কখনো নিজেকে অন্যের সামনে ভালো বুঝাতে অন্যের দোষ প্রকাশ করে থাকে। নিজেকে বিশ্বস্ত করতে গিয়ে অন্যের বদনাম বলে তাকে অবিশ্বস্ত করে তোলা হয়। অন্যকে সন্তুষ্ট করতে কে আল্লাহ তাআ'লার অসন্তুষ্টি অর্জন করা হয় ।

8 সঙ্গদোষ (খারাপ বন্ধু-মহল)

যাদের সঙ্গে মেলামেশা করি তারা যদি সবসময় মানুষের দোষ আলোচনা করে—আমরাও সেই অভ্যাস রপ্ত করি। আমাদের উচিত যেই বন্ধুদের সাথে আলোচনায় গীবত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে তাদের সঙ্গ ত্যাগ করা অথবা তাদের সাথে গীবত সহ বিভিন্ন ইসলামিক বিষয়ে আলোচনা করা যেনো গীবত থেকে দূরে থাকা যায়।

9 মজা করার জন্য বা সময় কাটানোর জন্য

কেউ কেউ মানুষের দোষ নিয়ে আলোচনা করে আনন্দ পায়—এটি গীবতের দিকে ঠেলে দেয়। একা সময় কাটেনা মনে করে কারো সাথে আড্ডা দেয়, আর সেই আড্ডা জুরে থাকে অন্যের দোষ ত্রুটি।

10 কাউকে উপদেশ দেওয়ার নামে গীবত

অনেক সময় মানুষ বলে—

“আমি তো শুধু উপদেশ দিচ্ছি।”

কিন্তু পিছনে কারো খারাপ বলা হয়ে যায়। যেমন " অমুকের মতো খারাপ কাজ করো না।" এখানে একজনকে উপদেশ দিতে গিয়ে অন্যজনের দোষ সামনে আনা হয়।

📌 সবচেয়ে বড় কারণ: আল্লাহর ভয় কম থাকা

আল্লাহ তায়ালা গীবতকে এতটাই নিন্দা করেছেন যে, একে **মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা** করেছেন (সূরা হুজুরাত 49:12)।

যাদের মধ্যে আল্লাহর ভয় (তাকওয়া) কম—তারা সহজে গীবতে জড়িয়ে পড়ে। আমাদেরকে যদি বলা হয়ে থাকে আজকে সারাদিন কারো সম্পর্কে কোন দোষ বললে কালকে তোমাকে এলাকার মানুষ গাছের সাথে বেধে বিশটা বেতের বারি দিবে। এই ভয়ে দেখা যাবে সারাদিন কথা না বলে থাকবে তবুও গীবত করবে না। অথচ আল্লাহর ভয় আমাদের কাছে কতটা কম হয়ে গেলো যে আমাদেরকে গীবত ত্যাগ করতে হবে তা চিন্তা ও করিনা।

গীবতের ক্ষতি

গীবত (পরনিন্দা) ইসলাম ধর্মে অত্যন্ত অপছন্দনীয় এবং বড় গুনাহের কাজ। কুরআন ও হাদীসে গীবতের বহু ক্ষতি, দুনিয়া ও আখেরাতের শাস্তি সম্পর্কে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে। নিচে গীবতের প্রধান ক্ষতি ও পরিণতি সহজভাবে তুলে ধরা হলো:

১. আল্লাহর নিকট মারাত্মক গুনাহ

গীবতকে কুরআনে মৃত ভাইয়ের মাংস খাওয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে, যা অত্যন্ত ঘৃণ্য। মানুষের গোশত খাওয়া কতটা নিকৃষ্ট কাজ, আর তা যদি হয় নিজের আপন মৃত ভাইয়ের গোশত তবে তা কতই না নিকৃষ্ট খাবার।

➡ আল্লাহ বলেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيۡنَ اٰمَنُوا اجۡتَنِبُوۡا كَثِيۡرًا مِّنَ الظَّنِّ اِنَّ بَعۡضَ الظَّنِّ اِثۡمٌ وَّلَا تَجَسَّسُوۡا وَلَا يَغۡتَبْ بَّعۡضُكُمۡ
بَعۡضًا ؕ اَيُحِبُّ اَحَدُكُمۡ اَنۡ يَّاۡكُلَ لَحۡمَ اَخِيۡهِ مَيۡتًا فَكَرِهۡتُمُوۡهُ ؕ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ تَوَّابٌ رَّحِيۡمٌ

হে মুমিনগণ! অনেক রকম অনুমান থেকে বেঁচে থাক। কোন কোন অনুমান গুনাহ। তোমরা কারও গোপন ত্রুটির অনুসন্ধানে পড়বে না এবং তোমাদের একে অন্যের গীবত করবে না। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাইয়ের গোশত খেতে পছন্দ করবে? এটাকে তো তোমরা ঘৃণা করে থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি তাওবা কবুলকারী, পরম দয়ালু।

(সূরা হুজুরাত, ১২)

২. নেক আমল নষ্ট হয়ে যায়

গীবত একটি নিরব ঘাতক। যা নিরবে মানুষের মধ্যকার নেক আমলগুলো নষ্ট করে দেয়, তার গোনাহের পরিমাণ বাড়িয়ে দেয়, সমাজের শান্তি নষ্ট করে দেয়। হাঁসি-তামাশা করে বা রাগ-ক্ষোভে কাউকে পেছনে নিন্দা করলে কিয়ামতের দিন নিজের নেক আমল তাকে দিয়ে দিতে হবে, যার সম্পর্কে গীবত করা হয়েছে।

➡ হাদীসে এসেছে:

"কিয়ামতের দিন গীবতকারী তার নেক আমল ভুক্তভোগীদের মাঝে বণ্টন করবে।"

৩. দোয়া কবুল না হওয়ার সম্ভাবনা

গীবত একটি হারাম কাজ। গীবত মানুষের হৃদয়কে কঠিন করে এবং দোয়া কবুলে বাধা সৃষ্টি করে। হারাম কাজে লিপ্ত ব্যাক্তির দোয়া কবুলে বাধা সৃষ্টি হয়।

৪. সমাজে শত্রুতা ও দূরত্ব সৃষ্টি হয়

গীবত মানুষের মধ্যে ভুল বোঝাবুঝি, ঝগড়া, হিংসা, রাগ, বিদ্বেষ বাড়ায়। ফলে পরিবার, সমাজ ও বন্ধুত্ব নষ্ট হয়ে যায়। আত্নীয়তার সম্পর্কও নষ্ট হয়ে যায়। মানুষের মধ্যকার সুন্দর সম্পর্ক ও একসময় শত্রুতায় পরিণত হয়

৫. অন্তরে ঘৃণা ও নেতিবাচকতা জন্মায়

গীবত করতে করতে মানুষ পাপের প্রতি অভ্যস্ত হয়ে যায়, এবং অন্তরের পবিত্রতা বিনষ্ট হয়। কোন ব্যাক্তির অসংখ্য ভালো গুণ থাকা সত্যেও তার মধ্য থেকে খুজে খুজে দোষ বের করার চেষ্টা করে। তার চোখে মানুষের ভালো দিকের চেয়ে মন্দ দিকগুলোই বেশি ধরা পরে। ফলে সাধারণ মানুষ সমালোচনার ভয়ে গীবতকারির সামনে কোন কাজ বা কথা বলতে সংকোচ বোধ করে।

৬. নিজের মান-সম্মান কমে যায়

যে গীবত করে, ধীরে ধীরে মানুষের কাছে তার বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়। মানুষ তাকে অসৎ, অবিশ্বাসী ও দোষ খোঁজার মানুষ হিসেবে চিনতে থাকে। তার আপন লোকেরাও একসময় তাকে ঘৃনা করে। অন্যকে ছোট করতে গিয়ে নিজেই অপমানিত হয়।

৭. আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হওয়া

গীবত আল্লাহর অসন্তুষ্টির কারন। গীবতকারির অন্তর থাকে অশুদ্ধ। সে আল্লাহর রহমত থেকে বঞ্চিত হয়। যা তার ইহকাল এবং পরকাল উভয়ের জন্য ক্ষতিকর।

৮. কবর ও আখেরাতে কঠিন শাস্তি

হাদীসে গীবতকারীর কবরের আজাবের বর্ণনা এসেছে।

হাদিস

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ:
مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِقَبْرَيْنِ، فَقَالَ: «**إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ؛ أَمَّا أَحَدُهُمَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ**»
ثُمَّ أَخَذَ جَرِيدَةً رَطْبَةً، فَشَقَّهَا نِصْفَيْنِ، فَغَرَزَ فِي كُلِّ قَبْرٍ وَاحِدَةً.
وَقِيلَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لِمَ فَعَلْتَ هَذَا؟
فَقَالَ: «**لَعَلَّهُ أَنْ يُخَفَّفَ عَنْهُمَا مَا لَمْ تَيْبَسَا**»

বাংলা অনুবাদ:

ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন:

নবী কারীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুইটি কবরের পাশ দিয়ে অতিক্রম করছিলেন। তিনি বললেন:

"নিশ্চয়ই এ দু'জনকে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে; আর যে কারণে শাস্তি দেওয়া হচ্ছে তা কোনো বড় গুনাহ নয়। তাদের একজন প্রস্রাবের ছিটা থেকে বাঁচতো না, আর অপরজন নামিমা (গীবত/একজনের কথা আরেকজনের কাছে লাগানো) করত।"

এরপর তিনি একটি টাটকা খেজুর ডাল নিলেন এবং দু’টুকরা করে প্রতিটি কবরের ওপর একটি করে গেড়ে দিলেন।

জিজ্ঞেস করা হলো: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি এটা কেন করলেন?

তিনি বললেন:

“যতক্ষণ না এটি শুকিয়ে যায়, হয়তো তাদের শাস্তি হালকা করা হবে।”

রেফারেন্স:

সহিহ আল-বুখারি — হাদিস নং **২১৮**, **৫৭০৯**

সহিহ মুসলিম — হাদিস নং **২৯২**

৯. নিজের গুনাহ বাড়ানো ও অপরের গুনাহ বহন করা

যার গীবত করা হয় তাকে গিবতকারীর নেকি দিয়ে দেওয়া হয়। যদি উক্ত ব্যক্তির আমল নামায় কোন নেকি না থাকে তাহলে যার নামে গীবত করা হয়েছে তার গুনাহ সমূহ নিজের আমলনামায় নেওয়া হয়। এভাবে অন্যের গুনাহ বহন করে নিজের গুনাহ বাড়ানো হয় ।

১০. নিজের আত্মিক শান্তি হারানো

গীবত মানুষকে অসন্তুষ্ট, অস্থির ও দুশ্চিন্তাগ্রস্ত করে তোলে। নিজের মনও শান্ত থাকে না। অন্যের সাথে সম্পর্ক নষ্টের ভয়ে নিজের মধ্যেও অস্থিরতা কাজ করে। এভাবে গীবতকারী নিজের শান্তি বিনষ্ট করে থাকে।

গীবত এমন একটি গুনাহ, যা মানুষকে অজান্তেই গভীর পাপে ডুবিয়ে দেয়। তাই ইসলামে গীবত থেকে বাঁচার জন্য কিছু স্পষ্ট দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। কোন রোগ হলে যেমন রোগের কারণ চিহ্নিত করে চিকিৎসা করা হয় তেমনি গীবতের কারণ চিহ্নিত করে তা প্রতিটা করা উচিত। নিচে সহজ ভাষায় গীবতের প্রতিকার বা বাঁচার উপায়গুলো তুলে ধরা হলো—

১. আল্লাহভীতি (তাকওয়া) বৃদ্ধি করা

মনে দৃঢ়ভাবে বসাতে হবে—গীবত আল্লাহর নিকট কঠিন গুনাহ।

আল্লাহ সব কথা শুনেন, সব কিছু দেখেন—এ উপলব্ধি গীবত থেকে বিরত রাখে। দুনিয়াতে শিক্ষক পানিশমেন্ট দিবে জানলে সেই ভয়ে সারারাত ঘুম হয়না, পিতামাতা রেগে থাকলে ভয়ে বাড়িতে যাওয়ার সাহস হয়না, বিচারকের শাস্তির ভয়ে পালিয়ে বেড়ানো হয় বছরের পর বছর। আর আল্লাহর ভয় আরও বেশি হওয়া উচিৎ কারণ পরকালের শাস্তির সাথে আখিরাতের শাস্তির তো কোন তুলনা ই হয়না। সেখানের এক মিনিটের আজাব সহ্য করার মত ক্ষমতা কারও নেই। এই শাস্তির কথা যদি আমরা কল্পনা করি , ভয় করি তাহলে খুব সহজেই আমরা গীবত থেকে দূরে থাকতে পারব ইনশাআল্লাহ।

২. নিজের ভুল মনে করা

গীবত সাধারণত হয় যখন অন্যের দোষ দেখায় আনন্দ পাই।

নিজের দোষ নিয়ে ভাবা, নিজের ত্রুটিগুলো সংশোধন করা—এটা গীবত করা থেকে দূরে রাখে। আমরা যদি অন্যের দোষ দেখার সাথেসাথেই নিজের দোষ নিয়ে কল্পনা করি, দেখা যাবে নিজের জীবনেও কত ভুল ত্রুটি রয়েছে যা এখনো সংশোধন করতে পারিনি। ঠিক তেমনি অন্যরাও হয়ত তাদের নিজেদেরকে সংশোধন করতে পারেনি। আমি যেমন শয়তানের ধোকায় পরে কোন অন্যায় কাজ করে ফেলি, অন্যরাও হয়ত শয়তানের ধোকা থেকে নিজেকে বাঁচাতে পারছেনা। এজন্য অন্যের গীবত না করে নিজের এবং অন্যের হেদায়েতের জন্য দোয়া করা উচিত।

৩. পরিবেশ পরিবর্তন করা

যদি কারো সামনে বসে অন্য কেউ কারো গীবত করে—

বিনয়ের সাথে তাকে থামতে বলতে পারি।

যদি না থামে, তাহলে স্থান ত্যাগ করতে পারি।

গীবতের ভয়াবহতা নিয়ে কুরআন থেকে বা হাদিস থেকে একটু আলোচনা করতে পারি।

নরমভাবে বিষয় পরিবর্তন করে দিতে পারি।

৪. তাওবা ও ইস্তেগফার করা

গীবত হয়ে গেলে সাথে সাথে আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইতে হবে।

যার গীবত করা হয়েছে, তাকে কষ্ট না দিলে সরাসরি বলা উত্তম নয়; বরং তার জন্য দোয়া, তার প্রশংসা করা—এগুলো দ্বারা কাফফারা হয় বলে আলেমরা বলেন। আর যদি সম্ভব হয় তাহলে যার নামে গীবত করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া যেতে পারে। প্রতিদিন নিরবে বসে সারাদিন কারো নামে গীবত করা হয়েছে কিনা তা নিয়ে ভাবতে পারি এবং আল্লাহর কাছ ক্ষমা চাইতে পারি। আল্লাহর কাছে বেশি দোয়া করতে পারি তিনি যেনো আমাদেরকে গীবত নামক হারাম কাজ থেকে বিরত রাখে।

৫. অন্যের ভালো দিক চিন্তা করা

প্রতিটি মানুষের দোষ আছে, এবং প্রতিটি মানুষের ভালো দিকও আছে।

ভালো দিকগুলো মনে আনলে গীবত করার প্রবণতা কমে। আমরা যেমন চাই আমাদের দোষগুলো লোকানো থাকুক, ঠিক তেমনি আমাদের ও উচিত অন্যের দোষগুলো লুকিয়ে রাখা। কিছু মানুষের সামনে থেকে আজকে আমি অন্যের দোষ লুকিয়ে তার ভালো দিকগুলো প্রকাশ করলাম, হয়ত একসময় আল্লাহ তাআ'লা লক্ষ লক্ষ মানব ও ফেরেশতা কুলের সামনে আমার দোষগুলো লুকিয়ে রেখে ভালো দিকগুলো প্রকাশ করবেন।

৬. সময়কে আমলে ব্যয় করা

সময়ের মূল্য অনেক। আমাদের উচিত ব্যাস্ত হয়ে পরার আগে অবসরতাকে কাজে লাগানো। আজ হয়ত অবসর আছি, চাইলে অনেক ইবাদত বন্দেগী করতে পারব। কাল সে সময়টা নাও

পেতে পারি।ফাঁকা বসা, গল্প করা, সোশ্যাল মিডিয়ার বেশি ব্যবহার—এগুলো গীবতের বড় কারণ। যখন আমরা ভালো কাজে নিজেকে ব্যাস্ত রাখব তখন অন্যায় কাজ করার সময় কম পাব।

সময়কে কুরআন তিলাওয়াত, জিকির, উপকারী কাজ, পরিবারকে সময় দেওয়ায় ব্যয় করলে গীবত কমে।

৭. জিহ্বা নিয়ন্ত্রণের চর্চা

কথা বলার আগে ২–৩ সেকেন্ড থেমে ভাবা—এই কথা বলা জরুরি কি না।

নীরবতার অভ্যাস করা। এভাবে জিহ্বাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। আমরা অনেকসময় কোন কিছু বলার পর ভাবি কথাটা না বললেও পারতাম এভাবে কষ্ট দিয়ে বলা উচিৎ হয়নি। এই কথাটা পরে ভাবলেও আমাদের আর কিছু করার থাকেনা। তাই আমাদেরকে কিছু বলার আগেই ভাবা উচিত কথাটা বলা ঠিক হবে কিনা। এতে আমার আল্লাহ সন্তুষ্ট হবে কিনা।যেই কাজে আল্লাহ অসন্তুষ্ট হবেন তা থেকে দূরে থাকতে হবে। এভাবে প্রতিটা কথা কাজের আগে চিন্তা করে নিলে অন্যায় কাজ থেকে খুব সহজে দূরে থাকা যায়।

৮. সুহৃদের (ভালো বন্ধু) সাথে মেলামেশা

ভালো পরিবেশে মানুষ ভালো থাকে।

যাঁরা গীবত করেন না—এমন বন্ধুদের সঙ্গ গীবত থেকে বাঁচায়। অনেকসময় অসৎ সঙ্গে পরলে তালে তালে গীবত করা হয়ে যায়। কিন্তু ভালো সঙ্গী থাকলে ভুলক্রমে গীবত করতে গেলেও সেই সঙ্গী বাধা দিবে। নিজেও গীবত করবে না অন্য কাউকেও তা বলতে দিবে মা

৯. অন্তরে দয়া ও সহানুভূতি সৃষ্টি করা

যার দোষ দেখি, তার প্রতি দয়া ও হেদায়াতের দোয়া করা—এমন মনোভাব গীবতকে বন্ধ করে দেয়। দুনিয়াতে কেউ কষ্ট করলে আমরা অনেকসময় তাদের প্রতি মায়া দেখাই। তাদের কষ্টে আমরা ব্যাথিত হই। দুনিয়ায় কেউ আগুনে পুরলে আমরা মনে মনে কষ্ট পেয়ে বসে থাকিনা, অবশ্যই সেই আগুন নিভানোর চেষ্টা করা আমাদের দায়িত্ব। তাহলে দুনিয়ায় কেউ অন্যায় কাজ করলে আমরা তাই সমালোচনা না করে তাকে বুঝিয়ে অন্যায় কাজ থেকে দূরে রাখা উচিত। সেই সাথে তার জন্য হেদায়েতের দোয়া করা উচিত ।

১০. সাহাবাদের অনুসরণ

সাহাবায়ে কেরাম পরস্পর হাসিমুখে সাক্ষাৎ করিতেন।তারা অন্যের গীবত করা থেকে বিরত থাকতেন। গীবত না করাকে তারা উত্তম আমল মনে করতেন। অপরদিকে মুনাফিকদের কাজ ছিল সম্পূর্ণ বিপরীত। তারা পরস্পর সাক্ষাৎ হলেই একে অন্যের দোষ ত্রুটি নিয়ে আলোচনা করতো ।

গীবত থেকে বেঁচে থাকতে আমাদের সাহাবায়ে কেরামের অনুসরণ করা উচিত।

১১. হাদিস মনে রাখা

কিছু কোরআনের আয়াত এবং হাদিস রয়েছে গীবত সম্পর্কে । যা মনে রাখলে গীবত করতে ভয় লাগে। আমাদের সেই সকল হাদিস এবং কোরআনের আয়াত গুলো মনে রাখা উচিত । নিচে কিছু হাদিস উল্লেখ করা হলোঃ

রাসুল ﷺ বলেছেন—

"গীবত হলো এমনভাবে তোমার ভাইয়ের কথা বলা, যা সে পেলে অপছন্দ করবে।"

(সহিহ মুসলিম)

হাদিস: গীবতকারীকে কিয়ামতে ভাইয়ের মৃত দেহ খেতে বলা হবে

Arabic (আরবি)

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

«مَنْ أَغْتَابَ رَجُلًا فِي الدُّنْيَا أُقِيمَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، فَيُقَالُ لَهُ: كُلْ لَحْمَهُ مَيِّتًا، كَمَا أَكَلْتَهُ حَيًّا»

(رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ)

Meaning (অর্থ)

হযরত আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন রাসুলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেছেন:

"যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কাউকে গীবত করবে, কিয়ামতের দিনে তার সামনে সেই ব্যক্তির মৃত দেহ উপস্থিত করা হবে এবং বলা হবে—

'তুমি যেমন দুনিয়াতে তার গোশত জীবিত অবস্থায় খেয়েছিলে, আজ মৃত অবস্থায় খাও।'"

(তাবরানি, আল-মুজামুল আওসত)

হাদিস

আরবি

عَنْ بُرَيْدَةَ قَالَ:

«أَنَّ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ لَمَّا رُجِمَ تَكَلَّمَ رَجُلَانِ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ ﷺ، فَقَالَ أَحَدُهُمَا لِصَاحِبِهِ: أَلَمْ تَرَ إِلَى هَذَا الَّذِي رَجَمَهُ كَالْكَلْبِ؟ فَمَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِجِيفَةِ حِمَارٍ، فَقَالَ: أَيْنَ فُلَانٌ وَفُلَانٌ؟ انْزِلَا فَكُلَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ. فَقَالَا: يَا نَبِيَّ اللَّهِ! مَنْ يَأْكُلُ هَذَا؟ فَقَالَ: مَا نِلْتُمَا مِنْ عِرْضِ أَخِيكُمَا آنِفًا أَشَدُّ مِنْ أَكْلِ هَذَا مِنْ جِيفَةِ هَذَا الْحِمَارِ، لَقَدْ تَابَ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ أَهْلِ الْمَدِينَةِ لَوَسِعَتْهُمْ»

— সুনান আবু দাউদ, হাদিস: ৪৪২৮; সুনান নাসায়ী, হাদিস: ১৯৯৭

(বাংলা অনুবাদ)

হযরত বুরাইদাহ্ রাযিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন:

মাঈয ইবন মালিক রা. ব্যভিচারের অপরাধ স্বীকার করলে রাসূলুল্লাহ ﷺ তাঁর উপর হদ্দের শাস্তি কার্যকর করার নির্দেশ দিলেন।

শাস্তি কার্যকর হওয়ার পর দুই ব্যক্তি নিজেদের মধ্যে কথা বলল। তাদের একজন অপরজনকে বলল:

“দেখ, লোকটিকে তো কুকুরের মত হত্যা করা হয়েছে!”

পরবর্তীতে যখন তারা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর সঙ্গে চলছিল, তখন রাসূল ﷺ একটি **মরা গাধার মৃতদেহ** অতিক্রম করলেন। রাসূল ﷺ তাদেরকে ডেকে বললেন:

“এ গাধাটির মৃতদেহ থেকে তোমরা খাও।”

তারা বলল:

“ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে এটা খাবে? এটা তো নাপাক!”

তখন নবী করীম ﷺ বললেন:

“তোমরা তোমাদের ভাই সম্পর্কে যে কথা বলেছ—এ মৃত গাধা খাওয়ার চেয়েও নিকৃষ্ট। তোমরা তোমাদের ভাইয়ের (মাঈযের) সম্পর্কে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছ, অথচ সে এমন তাওবা করেছে যে, যদি তা মদীনাবাসীদের মধ্যে বণ্টন করা হতো, তবে সবার জন্যই যথেষ্ট হতো।”

হাদিস

قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لِأَصْحَابِهِ:
»صُومُوا وَلا تُفْطِرُوا حَتَّى آذَنَ لَكُم.«
فَجَعَلَ النَّاسُ يَجِيئُونَ يَسْتَأْذِنُونَهُ فَيَأْذَنُ لَهُم.
فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ:
يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّ لِي ابْنَتَيْنِ صَامَتَا وَلَكِنَّهُمَا اسْتَحْيَتَا أَنْ تَأْتِيَا.
فَأْذَنْ لَهُمَا.
فَأَعْرَضَ النَّبِيُّ ﷺ.
ثُمَّ عَادَ الرَّجُلُ فَاسْتَأْذَنَ، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ:
»إِنَّهُمَا لَمْ تَصُومَا.«
قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، لَمْ تَأْكُلا شَيْئًا.
قَالَ ﷺ:
»غَتَبَتَا النَّاسَ، وَالْمُغْتَابُ لَا يَكُونُ صَائِمًا.«

একদিন নবী করীম ﷺ সাহাবীদেরকে নির্দেশ দিলেন—

“তোমরা সবাই রোজা রাখবে। আর আমি অনুমতি না দেওয়া পর্যন্ত কেউ ইফতার করবে না।”

সন্ধ্যা হলে সাহাবীরা একে একে আসতে লাগল।

প্রত্যেকে এসে নবী করীম ﷺ থেকে ইফতারের অনুমতি নিয়ে চলে যাচ্ছিল।

এর মাঝে এক ব্যক্তি উপস্থিত হয়ে আরজ করল:

“ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার দুই কন্যাও আজ রোজা রেখেছে।

কিন্তু তারা লজ্জার কারণে আপনার সামনে আসতে পারছে না।
আপনি যদি অনুমতি দান করেন তবে তারা ইফতার করবে।”
নবী করীম ﷺ তার অনুরোধে কোন উত্তর দিলেন না;
তিনি তার মুখ ফিরিয়ে নিলেন।
লোকটি আবারও অনুরোধ করল:
“হে আল্লাহর রাসূল! আমার কন্যাদের জন্য ইফতারের অনুমতি দিন।”
তখন নবী করীম ﷺ বললেন:
“তারা রোজা রাখেনি।”
লোকটি বিস্মিত হয়ে বলল:
“ইয়া রাসূলাল্লাহ! তারা সকাল থেকে কিছুই খায়নি।”
নবী করীম ﷺ বললেন:
“যাও, তাদের বলো—
তারা আজ মানুষদের গীবত করেছে।
গীবত মানুষের মাংস খাওয়ার সমান।
যে ব্যক্তি গীবত করে, সে রোজা রাখলেও তার রোজা থাকে না।”
লোকটি বিস্ময়ে ফিরে গেল এবং তার কন্যাদের জিজ্ঞাসা করল।
তারা স্বীকার করল যে তারা সারাদিন দু’একজন মানুষের গীবত করেছে।
এভাবে নবী করীম ﷺ শেখালেন যে—
গীবত রোজাকে নষ্ট করে;
গীবতকারী বাস্তবে রোজা রাখে না।

যেসকল ক্ষেত্রে গীবত জায়েজ

গীবত সাধারণভাবে কঠোরভাবে হারাম। তবে শারঈ দৃষ্টিতে কিছু নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে গীবত করা জায়েজ (এমনকি প্রয়োজন হলে ওয়াজিব) হয়েছে। আলিমদের মতে—ইমাম নববী (রহঃ) তাঁর *রিয়াদুস সলিহীন* ও *আল-আজকার* গ্রন্থে— ছয়টি ক্ষেত্রে গীবত বৈধ বলেছেন।

নীচে সেই ছয়টি ক্ষেত্র বিস্তারিতভাবে দেওয়া হলো:

১. মজলুম (নিপীড়িত) ব্যক্তির বিচার প্রার্থনা

যে ব্যক্তি অত্যাচারের শিকার হয়েছে, সে ন্যায়বিচারের জন্য কর্তৃপক্ষের কাছে অপরাধীর অভিযোগ করতে পারে।। এক্ষেত্রে সঠিক ঘটনা বর্ণনা করে বিচারকের নিকট অভিযোগ না করিলে জুলুমের বিচার পাওয়া যাবেনা। এক্ষেত্রে সঠিক ঘটনা বিচারককে জানানো জরুরি হয়ে পরে

এক্ষেত্রে অপর ব্যক্তির দোষ বলা গীবত নয়।

উদাহরণ: জমি দখল, টাকা না দেওয়া, মারধর—এসবের বিচার চেয়ে বলা।

এসম্পর্কে আল্লাহর রাসূল সাঃ বলেছেন

" হকদারের জন্য কথা বলার অধিকার রহিয়াছে "

২. অন্যকে ক্ষতি থেকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে সতর্ক করা

কোনো ব্যক্তি প্রতারণা, অত্যাচার বা গোপন খারাপ কাজ করে—এবং অন্যের ক্ষতি হতে পারে—তখন মানুষকে সতর্ক করা বৈধ।

উদাহরণ:

ধোঁকাবাজ ব্যবসায়ী সম্পর্কে জানানো

কারো কাছে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব এলে চরিত্র সম্পর্কে সত্য বলা

এমন ব্যক্তিকে চাকরিতে নেওয়া নিরাপদ নয়—এ কথা বলা

ইতিহাসে বর্ণিত আছে যে খলীফা হযরত ওমর রাঃ-এর খিলাফতের সময় বিভিন্ন অঞ্চল থেকে তাঁর দরবারে নানা অভিযোগ আসত। একবার সিরিয়া অঞ্চলের কিছু লোক সংবাদ পাঠায় যে সেখানে একজন সম্মানিত ব্যক্তি হযরত আবু জান্দাল নাকি মদ/সুরা পান করেন।

অভিযোগ শোনার পর হযরত ওমর রাঃ-এর পদক্ষেপ

খবর পাওয়ার পর আমিরুল মুমিনীন ওমর রাঃ তা সরাসরি বিশ্বাস না করে বরং ইসলামের নীতি অনুযায়ী প্রথমে সত্যতা যাচাই করতে চাইলেন। তিনি অভিযোগ করা উদ্দেশ্যেই নয় বরং নৈতিকভাবে সংশোধনের উদ্দেশ্যে আবু জান্দালের নিকট একটি চিঠি প্রেরণ করেন।

চিঠিতে তিনি লিখেন—

“বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

হামীম।

এই কিতাব আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে নাজিলকৃত।

ইয়াদে-গার করা হোক, আল্লাহ্ ক্ষমাশীল ও দয়ালু।

তোমাকে স্মরণ করানো হচ্ছে যেন তুমি আল্লাহকে ভয় করো, তাঁর নেয়ামতকে স্মরণ করো, এবং ভুল থেকে ফিরে আসো।

তুমি যদি সত্যিই মদপানের ন্যায় গোনাহে লিপ্ত হয়ে থাকো, তবে আল্লাহর কাছে তাওবা কর; নিশ্চয়ই আল্লাহ তাওবা গ্রহণকারী।”

চিঠিটি পাওয়ার পর আবু জাঙ্গালের প্রতিক্রিয়া

রেওয়াতে আছে যে—

যখন আবু জান্দাল রাঃ এই পত্রটি পেলেন, তখন তিনি গভীরভাবে প্রভাবিত হন। তিনি পত্রের শুরুতে থাকা কুরআনের আয়াত (হা-মীম) এবং শেষের স্মরণীয় উপদেশ পড়ে কেঁদে ফেলেন। তিনি বললেন—

“এটি তো আমার রাব্বের পক্ষ থেকে একটি সতর্কবাণী ও দয়া।”

এরপর তিনি আন্তরিকভাবে তাওবা করেন এবং মদপানের মতো বড় গুনাহ্ থেকে সম্পূর্ণভাবে ফিরে আসেন।

এখানে শিক্ষনীয় বিষয় হলো কারো সম্পর্কে কিছু শুনলে আগে সত্যতা যাচাই করা।

৩. ফতোয়া বা সমাধান জানতে কোনো ব্যক্তির ঘটনা উল্লেখ করা

ফতোয়া বা সমাধানের জন্য বাস্তব ঘটনা উল্লেখ করা যায়, যদিও তাতে অন্যের দোষ প্রকাশ পায়।

☞ তবে নাম না বলাই উত্তম, যদি সম্ভব হয়।

উদাহরণ:

“আমার স্বামী আমার প্রতি অন্যায় করছে—শরীয়তের হুকুম কী?”

একবার হিন্দা বিনতে ওৎবা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে এসে নিজের স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ করে বলল, হে আল্লাহর রাসূল! আমার স্বামী আবু সুফিয়ান একজন কৃপণ মানুষ। সে আমার ও সন্তানদের জন্য প্রয়োজন পরিমাণ অর্থ যোগান দেয় না। এখন আমি কি তাকে না জানিয়ে তার সম্পদ হতে খরচ করতে পারব ? যেভাবে আল্লাহর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, তোমারও তোমার সন্তানদের জন্য যে পরিমাণ প্রয়োজন হয় সেই পরিমাণ লইতে পারো।

এখানে লক্ষণীয় বিষয় যে, হিন্দা স্পষ্টভাবে তার স্বামীর নামে গীবত করেছে। কিন্তু রাসুল সাঃ এই বিষয়ে তাকে কিছু বলেননি।কারণ তার উদ্দেশ্যে স্বামীর বিরুদ্ধে গীবত করা ছিল না বরং তার উদ্দেশ্য ছিল এই বিষয়ে শরীয়তের বিধান অবগত হওয়া।

৪. প্রকাশ্য পাপের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তিকে উল্লেখ করা

যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে গুনাহ করে, পাপ লুকায় না, সমাজে ক্ষতি করে—তাকে নিয়ে সতর্ক করা যায়।

উদাহরণ:

প্রকাশ্য মদের ব্যবসায়ী

পথ আটকানো ডাকাত

জালেম শাসক

নবী করীম ﷺ -এর একটি সুপরিচিত হাদিসআছে:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:

«مَنْ أَلْقَى جِلْبَابَ الْحَيَاءِ فَلَا غِيبَةَ لَهُ»

"যে ব্যক্তি লজ্জা-হায়ার পর্দা ছুঁড়ে ফেলে দেয়, তার সম্পর্কে মন্দ কথা বলা গীবত নয়।"

ব্যাখ্যা

যে ব্যক্তি প্রকাশ্যে পাপ করে, নিজে থেকেই লজ্জার পর্দা ছেঁড়ে ফেলে ও নিজের বদকাজ গোপন রাখে না—

তার দোষ প্রকাশ করা গীবতের মধ্যে গণ্য হয় না।

৫. কোনো ব্যক্তিকে চেনানোর উদ্দেশ্যে

যদি কারো পরিচয় দিতে একটি বৈশিষ্ট্য বলা ছাড়া উপায় না থাকে, তখন বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা জায়েজ।

উদাহরণ:

"লেঙড়া লোকটি", "ছোট খাটো লোকটি"—শর্ত হলো: তাকে হেয় করা উদ্দেশ্য নয়।

অর্থাৎ কাউকে চেনানোর উদ্দেশ্যে ত্রুটিযুক্ত পদবির উল্লেখ করলে তা গীবত হবে না।

৬. গুনাহ থেকে বিরত রাখার বা ইসলাহ করার উদ্দেশ্যে অভিযোগ

কোনো ব্যক্তি পাপ করছে—তাকে সঠিক পথে আনার জন্য শিক্ষক, অভিভাবক বা দায়িত্বশীল ব্যক্তিকে জানানো জায়েজ।

উদাহরণ:

ছাত্র ভুল কাজে জড়ালে শিক্ষককে জানানো

পরিবারের কারো খারাপ অভ্যাস সম্পর্কে অভিভাবককে বলা।

পরিচিত কেউ কোন ব্যক্তির কাছে সম্পদ রাখতে চাইলে যদি ব্যক্তির চুরির অভ্যাস থাকে তবে তাকে জানানো।

সারসংক্ষেপ

গীবত ৬ ক্ষেত্রে বৈধ:

1 মজলুমের অভিযোগ

2 ক্ষতি থেকে সতর্ক করা

3 ফতোয়া জানতে বলা

4 প্রকাশ্য পাপীকে উল্লেখ

5 পরিচয় দেওয়ার জন্য

6 ইসলাহ ও সংশোধনের উদ্দেশ্য

শর্ত: উদ্দেশ্য অবশ্যই কল্যাণমূলক হতে হবে, কটূক্তি বা বিদ্বেষ নয়।

গীবতের কাফফারা

ইসলামী শরীআতে খুব পরিষ্কারভাবে বর্ণিত হয়েছে। গীবত যেহেতু মানুষের হক—এটি আল্লাহর হক নয়—তাই এর কাফফারা দুটি দিক থেকেই পূরণ করতে হয়:

গীবতের কাফফারা কী?

১) আল্লাহর কাছে তাওবা ও ইস্তিগফার করা

গীবত একটি বড় গুনাহ। তাই প্রথমে করতে হবে—

আন্তরিক তাওবা

বেশি বেশি ইস্তিগফার

নিজের কৃতকর্মের জন্য গভীর অনুতাপ

ভবিষ্যতে আর গীবত করবে না এই দৃঢ় সংকল্প

২) যাকে গীবত করা হয়েছে তার কাছে ক্ষমা চাওয়া (হকের আদায়)

যেহেতু গীবত মানুষের অধিকার লঙ্ঘন করে, তাই—

সুযোগ থাকলে সরাসরি তার কাছে ক্ষমা চাওয়া উত্তম।

যদি বললে তার মনে কষ্ট লাগে বা সম্পর্ক নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে—

তখন অনেক আলেম বলেছেন: তার জন্য দোয়া করা, তার পক্ষ থেকে সওয়াবের কাজ করা, তাকে ভালোভাবে স্মরণ করা—এগুলো হকের পূরণ হিসেবে গ্রহণযোগ্য।

দলিল:

রাসূলুল্লাহ ﷺ বলেছেন:

"যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের ইজ্জত বা অন্য কোনো ব্যাপারে জুলুম করেছে, সে যেন আজই তার নিকট থেকে হালাল করে নেয়...।"

(বুখারী)

হাদিস

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم:َ
»كَفِّْرَ لَه«ُ

বলেছেন,ﷺ"হযরত আনাস (রাঃ) হতে বর্ণিত: রাসূলুল্লাহ

'তুমি যাকে গীবত করেছ, তার কাফফারা হলো—তার জন্য তুমি আল্লাহর কাছে মাগফিরাতের দোয়া করবে।'"

শর্ত : মুখে মুখে ক্ষমা চাইলেই হবেনা অন্তর থেকে ভয় থাকতে হবে, ভুল করেছে এই নিয়ে অনুতাপ থাকতে হবে। পরবর্তীতে আর করবেনা এমন সংকল্প করতে হবে।

গীবতকারীকে ক্ষমা করে দেওয়ার হুকুম

ক্ষমা করা মহত্ত্বের পরিচয়। হযরত হাসান (রাঃ) বলেন, রোজ কেয়ামতে যখন সমস্ত মানুষ আল্লাহপাকের দরবারে সমবেত হইবে তখন ঘোষণা দেওয়া হইবে-আল্লাহ পাকের নিকট যাদের প্রাপ্য আছে তারা দন্ডায়মান হও তখন কেবল সে সকল লোকেরাই দন্ডায়মান হবে যারা দুনিয়াতে মানুষের অপরাধ ক্ষমা করে দিয়েছিল।

হাদিস

عن النبيِّ صلَّى اللهُ عليه وسلَّم أنَّه قال:َ
سَأَلْتُ جِبْرِيلَ عليهِ السَّلَامُ عنِ المكارمِ، فَقالَ: قالَ اللهُ تعالى:
اعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، وصِلْ مَنْ قَطَعَكَ، وأَعْطِ مَنْ حَرَمَكَ.َ

বাংলা অর্থ
নবী করীম ﷺ বলেন:
“আমি হযরত জিবরাঈল (আঃ)-কে উত্তম চরিত্র সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করলে তিনি বললেন—
আল্লাহ তাআলা বলেছেন:
যে তোমার ওপর জুলুম করে—তাকে ক্ষমা কর।
যে তোমার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে—তুমি তার সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন কর।
যে তোমাকে বঞ্চিত করে—তুমি তাকে দান কর

এক ব্যাক্তি হযরত হাসান রহঃ এর নিকট এসে বলিল, অমুক ব্যাক্তি আপনার নামে গীবত করিয়াছে। হযরত হাসান সঙ্গে সঙ্গে সেই ব্যক্তির নিকট কিছু খেজুর প্রেরণ করিয়া বলিল আমি জানতে পেরেছি যে তুমি নিজের কিছু নেকি আমাকে দিয়ে দিয়েছ। আমি তোমার এই দানের পুরোপুরি প্রতিদান দিতে পারলাম না বটে তবে আমার পক্ষে সম্ভব সামান্য কিছু হাদিয়া তোমার নিকট প্রেরণ করলাম। যা করতে পারলাম না তাহার জন্য আমাকে অক্ষম মনে করিও।

উক্ত সকল হাদিস এবং ঘটনা থেকে বুঝা যায় ক্ষমা কতটা মহত্ত্বের পরিচয়। যদিও কোন বুজুর্গ এমনও ছিলেন যারা ক্ষমা করতেন না।
যেমন হযরত সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব (রহঃ) বলেন কেহ আমার উপর জুলুম করিলে আমি তাকে ক্ষমা করি না ।
হযরত ইবনে সিরিন রহঃ বলিতেন আল্লাহপাক গীবত হারাম করিয়াছেন, আমি ক্ষমা করে উহাকে হালাল করিতে যাইব কেন?

এক্ষেত্রে বলা যায় যে গীবতকারীকে চাইলেই ক্ষমা করে দেওয়া যায়। কিন্তু ক্ষমা করা জরুরী নয় । ক্ষমা হলো এক প্রকার দান। দান সর্বদাই উত্তম হয়ে থাকে।